বুদ্ধিজীবী ও সময় অসময়

রমা কুন্ডু

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত অভাবিত দুর্দম সাইক্লোনে সুখী সংসারের চাল উড়ে যায়, দেওয়াল পড়ে যায় মুখ থুবড়িয়ে – আকাশের তলায় দাঁড়ানো গৃহস্থ ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়? মাঝরাতে নিশ্চিন্ত ঘুমের মধ্যে পৃথিবী শুধু একবার দুলে ওঠে–মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ জীবন তছনছ হয়ে যায়। আহত বিস্ময়ে নি:স্ব মানুষের তখন মনে পড়ে না এ আপাত আকাস্মিকতার পিছনে কার্যকারণ সূত্রের কী বিশাল ও জটিল সেই শৃঙ্খল। হিমালয়ের নির্জন উচ্চতায় দু:সাহসী ঐযাত্রী যখন ধ্বসের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর উদ্দেশ্যে দ্রুত তলিয়ে যেতে থাকে তখন শুধুমাত্র এক ভীষণ আতঙ্কে তার অস্তিত্ব আচ্ছন্ন।

তবু এর সূচনায় ছিল তুচ্ছ এক মুঠি বরফই। সব রাষ্ট্রবিপ্লবের পিছনে, সব সামাজিক প্রলয়ের পশ্চাদপটে, এক মুঠো বরফ থেকে হিমবাহ নেমে আসতে কোথাও যুগ কেটে যায়, কোথাও শতাব্দী। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি মানুষের প্রজ্ঞা ও শুভবুদ্ধির বাঁধ না বাঁধা হয়, প্রলয় অনিবার্য, যত বিলম্বিতই হোক।

শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া শ্রমজীবী মানুষ বাধ্য হয়ে শুধু তার সময়ে বাঁচে? অতীতকে জানবার তার সুযোগ নেই–সে কারণেই সম্ভব নয় তার পক্ষে অতীতের আলোকে বর্তমানের বিচার ক'রে ভবিষ্যৎ অনুমান করা ও সতর্ক হয়ে দাঁড়ানো। এ বাঁধ বাঁধার দায়িত্ব সব দেশে কালে একান্তভাবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের – সমাজের বিবেকের ভূমিকার তাদেরই দাঁড়ানোর কথা মঞ্চের সামনে।

সমাজ যখন কোনো পিছল পথে চলে, সম্ভাব্য গহ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন তাঁদেরই দায়িত্ব দিকে দিকে সঙ্কেতের সাইরেন পাঠানো। কিন্তু সে সময় যদি তাঁরা নিশ্চল–নির্বাক থাকেন যে কোনো বিবেচনায়, যদি বসে থাকেন 'উপযুক্ত' সময়ের প্রতীক্ষায়, তাহলে তাঁরা নিজেরা শারীরিক রক্ষা পান, কিন্তু সমাজ রক্ষা পায় না।

রাজনীতিক যিনি তাঁর হিশেবি মন–তিনি অনেক লাভ–লোকসানের অঙ্ক কষে উপযুক্ত পদক্ষেপের জন্য উপযুক্ত সময়ের বিচার করেন। সেখানে ব্যাক্তি–গোষ্ঠী–দলের বিরাট জটিল লাভক্ষতির অঙ্ক জড়িত। তাই সমাজ রাজনীতিকদের কাছে কোনো স্বত:স্ফূর্ত চরম পদক্ষেপ আশা করেনা। যাদের জীবনযাত্রায় রাষ্ট্রক্ষমতার বৃহৎ জটিল হিসাব–নিকাশ নেই অথচ যাঁরা বৃহত্তর পটভূমিকায়–সামাজিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে থাকেন–সেই সব মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীদের কাছে তা আশা করে।

কিন্তু যদি তাঁরাও সেই সব আশা ও আস্থা ব্যর্থ করে দিয়ে অঙ্কের অনুরাগী হয়ে পড়েন. ? ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে, সঙ্কট ঘনিয়ে আসার প্রথম মুহূর্তেই তাঁর স্বত:স্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া, তাঁর আশঙ্কা ব্যক্ত না করে বসে থাকেন 'সুসময়ে'র অপেক্ষায়?

বিবেকের ভূমিকার দুটো দিক আছে : একদিকে ঘটনার প্রতি তার স্বচ্ছ প্রতিক্রিয়া, অপরদিকে সেই প্রতিক্রিয়ার প্রবল প্রকাশ–যার এক পৌরাণিক উদাহরণ চারণকবি মুকুন্দ দাস, প্রথম ব্যাপারটা সহজে ঘটতে পারে, দ্বিতীয়টা ঘটাতে হয়; সেখানে সক্রিয়তা এবং তার থেকেও বড় কথা, নির্ভীকতা দরকার হয়। সেই সক্রিয় নির্ভীকতার অধিকারী, যে সমাজে বুদ্ধিজীবী, বিপদের আঘ্রাণ পেয়েও নিশ্চুপ থাকে, অথবা সুচতুর রাজনীতিকের মত হিশেবী চাটুকারে পরিণত হয়ে যায় সে সমাজের শেষ আশ্রয় তবে কে?

প্রশ্ন উঠতে পারে, আধুনিক যুগে সব দেশে সমাজ যখন বিশাল জটিল, যন্ত্র ও এসটাবলিশমেন্ট প্রবল পরাক্রান্ত, তখন একজন বা কয়েকজন মানুষের কণ্ঠ কতদূরই–বা পৌঁছবে, উপরন্তু তাঁরা হবেন অত্যাচারিত ও বিবিধ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত; তবে লাভ কী সোচ্চার হয়ে? এ' প্রশ্ন মনে রেখেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একদিন রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবাদে পদবী ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি, দ্বিধা করেননি আজকের রাশিয়ার সোলঝেনিৎসিন, শাখারভ? এঁরা এমন এক বিবেকের উত্তরাধিকার বহন করেন যা দেশকালোত্তীর্ণ এবং সব রকম গাণিতিক হিশেবের উর্ধে। সে বিবেক 'সুসময়ে'র

অপেক্ষায় বসে থাকে না? তার প্রতিক্রিয়া অবিলম্ব ও দ্বিধাহীন—ব্যবসাদ্‌ারের মত পাটোয়ারী নয়, আদর্শবাদীর মত হিশেবহীন। কিন্তু আমাদের দেশে যাঁরা বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত তাঁরা (বিরল ব্যতিক্রম বাদে) মনের দিক দিয়ে আসলে ব্যবসাদার অথবা রাজনীতিক? তাই তাঁরা সমাজের বিবেক নন, তাঁরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেদের আশ্চর্য দ্রুত বদলে নিয়ে সর্বদাই ক্ষমতাবানের সমর্থক? ক্ষমতাবানের অন্যায়ের তাঁরা প্রতিবাদ করেন না, জরুরী অবস্থার আগে নয়, জরুরী অবস্থায় নয়, এবং তার অবসানের পরে—ও নয়। তাঁরা সমালোচনা করেন ক্ষমতাচ্যুত বা ক্ষমতাবিহীনের, কারণ সেটা সহজ, সেখানে কোনো ব্যক্তিগত লোকসানের ঝুঁকি নেই।

তাই আজকে আমাদের দেশের সংবাদিক—সাহিত্যিক শিক্ষিত জনের বিরাট অংশ কংগ্রেস সমালোচনায় মুখর। জরুরী অবস্থায় তাঁরা সবাই যে বিশেষ বিক্ষুব্ধ ছিলেন তা প্রমাণ করবার জন্য প্রতিযোগিতা চলছে। মার্চ মাসে জনতার জয়ে গণতন্ত্রের যে পুর্নবাসন ঘটল তার জন্য তাঁদের আনন্দের অবধি নেই? এক কথায়, তাঁরা সকলেই যে কী পরিমাণ সমাজসচেতন, বিবেকবান মানুষ তা প্রমাণে তাঁদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই।

এ প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। জরুরী অবস্থা যেদিন ঘোষণা করা হয় তার সপ্তাহখানেকের মধ্যে এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্পী—সাহিত্যিক—লেখকরা গণ—স্বাক্ষর করে সেই ব্যবস্থায় তাঁদের সমর্থন পত্র পাঠিয়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। সেদিন কিন্তু বিক্ষোভ দেখাননি। আনুগত্যের প্রদর্শনী করেছিলেন। কাগজে কাগজে ফলাও করে সগর্বে নিজেদের যে নামের তালিকা তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন, তা কি সবাই এর মধ্যেই ভুলে গেছেন? না হলে সেই তাঁরাই কী করে মাত্র দু'বছরের মধ্যে একেবারে বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন?

তাঁদের কি মনে পড়ে না গত বছর রাজভবনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করায় কৃতার্থ শিল্পী—সাহিত্যিক কুল কীভাবে ছুটে গিয়েছিলেন! সেদিনের সেই সাক্ষাৎকারে একজন সাহিত্যিকও প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন বলতে' আজও শোনা গেল না? বরং প্রধানমন্ত্রীর চা—পানের আসবে আপ্যায়িত হয়ে, ও মৃদুমধুর 'নির্দোষ' কিছু আলোচনান্তে বেরিয়ে এসে কাগজে কাগজে তাঁরা যে রিপোর্ট লিখেছিলেন, তা পরিতুষ্টির পরিচয়ই বহন করেছিল।

তাঁদের কি মনে পড়ে না সেই আশ্চর্য লজ্জাহীন সমাবেশের কথা যেদিন সঞ্জয় গান্ধী কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁরা আবার ছুটে এসেছিলেন ইউনিভার্সিটি লনে। সেদিন ত' তাঁরা অন্তত: এ সমাবেশে অনুপস্থিত থাকতে পারতেন। না—কি, কোনো অপমানবোধই তাঁদের গায়ে বাজেনি—অথবা রাজশক্তির কোনো দম্ভেই তাঁদের অপমানবোধ কোনোদিনই জাগে না – যেহেতু সম্মান, বিবেক ইত্যাদি অবাস্তব ব্যাপারের বদলে উপাধি, অর্থ, পুরস্কার, প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল লক্ষ্য তাঁদের কাছে অনেক বেশী বাস্তব, অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক।

তবু, এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, সবাই সেদিন এ কোরাসে গলা মেলাননি। অন্তত: একজন, গৌরকিশোর ঘোষ, তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সরাসরি, এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাথী তিনি পেয়েছিলেন—যাদের নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'কলকাতা' পত্রিকার সেই বিশেষ রাজনৈতিক সংখ্যা? (প্রসঙ্গত:, বরুণ সেনগুপ্ত এমার্জেন্সী মিসায় গ্রেফতার হয়ে খ্যাতি অর্জন করলেও, তিনি কিন্তু জরুরী অবস্থার প্রতিবাদ করে জেলে যাননি। জরুরী অবস্থার কোনো প্রতিবাদই তিনি সে সময় করেননি।) গড্ডলিকাপ্রবাহ থেকে অন্তত: কয়েকজনও যে বিবেকের তাগিদে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, আজকের বাংলাদেশে বিস্ময়কর এই ঘটনার একটা ঐতিহাসিক ও নৈতিক মূল্য নিশ্চয়ই থাকবে। যদিও তাঁরা ব্যতিক্রমই।

তবু এ প্রসঙ্গে, একটা আশাভঙ্গের দু:খ তৈরী হচ্ছে? যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ বিবেকের তাগিদে সেদিন প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁদের সমস্ত প্রতিবাদ—শক্তি কি ওই এক ঘটনায় এসে উজাড় হয়ে গেল? পরবর্তী দিনে যখন একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে, ইসু তৈরী হচ্ছে, তখন 'কলকাতা' পত্রিকা গোষ্ঠী কিন্তু বর্তমানকে

দেখতে পাচ্ছেন না, তাঁরা তাঁদের অতীত কীর্তিটিকেই একমাত্র সন্তানের মত স্নেহে নানাদিক দিয়ে নিরীক্ষণে রত আছেন। মনে মনে তাঁরা কি ওইখানেই থেমে অছেন?

অথচ এই মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী যে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন তা কি বিপদ্‌মুক্ত হয়ে গেছে? নতুন সরকার কি আবার একে একে অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিপজ্জনক ঝোঁক দেখাচ্ছেন না? নতুন সরকারের এখনও একবছর হয়নি? এর মধ্যেই কিন্তু তাঁরা প্রতিশ্রুতি লংঘন করেছেন ও করছেন। প্রতিশ্রুতি ছিল, মিসা তুলে দেওয়া হবে? মধ্যপ্রদেশে জনতা সরকার সদ্য যে অর্ডিন্যান্স করেছেন তা কি মিসারই অন্য নাম নয়? এ'আইনে –'জনজীবনের পক্ষে বিপজ্জনক বলে গণ্য। যে–কোনো ব্যক্তিকে তিন মাস আটক রাখবার অধিকার দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। এর মধ্যে কি অনেক বড়ো কোনো আগামী সংকটের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না? জরুরী অবস্থা কিন্তু একদিনে হয়নি? বিহার সরকারের ছোটো অর্ডিন্যান্স দিয়ে এর শুরু হয়েছিল? বাইবেলের গল্পে অছে, যে অদৃশ্য অঙ্গস্পর্শে লক্ষ লক্ষ মিশরীয় সন্তানের মৃত্যু ঘটেছিল সূচনায় কিন্তু তা ছিল ছোট্ট এক টুকরো মেঘ, একটা শিশুর হাতের মুঠির মত তার আয়তন।

প্রতিশ্রুতি ছিল, বিচারবিভাগ স্বাধীন রাখা হবে, সরকারি প্রভাব খাটানো হবে না। বরোদা ডিনামাইট কেস তুলে নেওয়া প্রথম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। একটা গুরুতর অভিযোগে যেখানে মামলা চলছে, এবং অভিযোগ অমূলক নয় জর্জ ফার্ণান্ডেজ ও তাঁর সহযোগীরা তা সগর্বে স্বীকার করছেন, সেখানে মামলার শেষ নিষ্পত্তি আদালতে হতে দেওয়া উচিত ছিল। প্রসঙ্গত:, অনুরূপ নাশকতামূলক কাজের অভিযোগে ও অন্যান্য অভিযোগে ধৃত বহু নকশাল আজও বন্দী। তাঁরা যদি এই সঙ্গত প্রশ্ন করেন (এবং করেছেনও), জর্জ ফার্ণান্ডেজের মামলা যখন তুলে নেওয়া হল, তখন তাঁরাও কেন আইনের চোখে সমান দাক্ষিণ্য পাবার অধিকারী নয়? সে জর্জ ফার্ণান্ডেজ শাসক দলের বলে, একজন মন্ত্রী বলে আইনের চোখে তিনি বিশেষ? অন্যান্য নকশাল–বন্দীরা যেখানে সাধারণ নাগরিক, সেখানে তিনি কী কারণে আইনের চোখে অন্য বিচারের অধিকারী? তাহলে ত' ইন্দিরা গান্ধী যখন সংবিধান বদলে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীকে সাধারণ আইনের উর্ধে তুলতে চেয়েছিলেন সেটাও কিছুমাত্র দোষণীয় ছিল না।

আজকের পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার 'বন্দীমুক্তি' দিচ্ছেন –তার মধ্যেই বাছাই করা দন্ডিত আসামীও আছেন? কোথাও কোথাও বিচারাধীন কেস তুলে নেবার অগেও নতুন সরকার নিজ দলের লোক এমন দন্ডিত আসামীদের মুক্তি দিয়েছেন? এইভাবেই মুক্তি পেয়েছেন ভবানী শর্মা হত্যা – মামলায় দন্ডিত ভারতী তরফদার, মুক্তি পাবেন সাঁই বাড়ীর আসামীরা।

বিগত কয়েক মাসের কাজ দেখে মনে হয় বিচারবিভাগকে তার নিজের মত কাজ করতে দেবার ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা কেন্দ্র সরকার বা রাজ্য সরকার কারোরই নেই, যদিও নির্বাচনের আগে তাঁরা স্বাধীন বিচারবিভাগ ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। রাজনীতিকরা প্রতিশ্রুতিদান ও ভঙ্গ করেই থাকেন–দলীয় সুবিধা অসুবিধার হিসাব–নিকাশ থাকেই। কিন্তু যাঁরা অরাজনৈতিক মুক্তমনা মানুষ তাঁদের ত' বোঝা উচিত এই অসহিষ্ণুতার মধ্যেই গণতন্ত্রের বিপদ্‌ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। অথচ আজকে আমাদের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীরা কি অদ্ভুত প্রতিবাদহীন উদাস (অথবা কি অদ্ভুত নিশ্চিন্ত তৃপ্ত)!

১৯৭৩ সালে যখন কয়েকজনকে ডিঙিয়ে অজিত নাথ রায়কে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি করা হল সেদিন গৌরকিশোর ঘোষ এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল এতে করে বিচারবিভাগের স্বাধীনতার উপর কার্যত: সংসদের হস্তক্ষেপ ঘটল? আজকে গুজরাট হাই কোর্ট থেকে অনুরূপ পদ্ধতিতেই প্রবীণতর বিচারপতিদের ডিঙিয়ে একজনকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হল। গুজরাটের বার এসোসিয়েশন এর প্রতিবাদ করেছেন, সেখানকার প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করেছেন এর প্রতিবাদে। হয়ত সুপ্রীম কোর্টের

প্রধান বিচারপতি নিয়োগের তুলনায় ঘটনাটি কম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পদ্ধতি কি একই নয়, ঝোঁকও কি একই দিকে নয়? তাহলে গৌরদা, আজকে আপনি কেন চুপ করে আছেন? পরিস্থিতির কোনো অসঙ্গতিই কি আজকে আপনার চোখে পড়ছে না। আপনাকে বারবার দেখে এসেছি প্রতিটি সংকটের আঘ্রাণ আপনি অনেক দূর থেকে পেয়েছেন, ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দ্বিধাহীন ভাবে। বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্তত: একজন ব্যতিক্রম আছেন জানতাম, যাঁর কাছে সময় অসময়ের কোনো পাটোয়ারী হিসেব–নিকেশ নেই– যুক্তি ও বিবেকই যাঁকে চালিত করে, সমাজকে সতর্ক করে দেওয়া যাঁর ধর্ম। অপনিও কি আজকে আপনার সচেতকের ভূমিকা পরিত্যাগ করবেন? এখনও যে এতটা অবিশ্বাসী হতে পারছি না।

এতদিন আপনি এককভাবে সন্ত্রাস ও হত্যার রাজনীতির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। অজকে হয়ত শহর কলকাতায় বসে আপনারা বুঝতে পারছেন না; কিন্তু দূর মফ:স্বলে, গ্রামগুলিতে প্রতিশোধের রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে, সন্ত্রাসের চাকা অনেক দূর গড়িয়ে যাবার আগে কি আপনারা জাগবেন না? যারা একদা সি, পি, এম তারপর কংগ্রেসের নামে জনজীবন অতিষ্ঠ করেছিল তারা আবার মাথা তুলছে। এর আগে এমন মুহূর্তে বারবার আপনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, কেউ জেগে থাকুক না থাকুক। আজকে আপনি কেন নিশ্চুপ? আপনার এ'নীরবতাকে বুঝতে পারছি না। বিভ্রান্তি ক্ষমা করবেন।